২০-০৩-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিজেদের ভাগ্যকে হীরের মতো তৈরী করতে হবে , তাই পুরুষার্থ করে বাবার থেকে স্বর্গের সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হবে ।"

প্রশ্ন :- কোন্ রহস্যের কথা বুদ্ধিতে যুক্তিযুক্ত ভাবে বসে গেলে অপার খুশির অনুভব হবে ?

উত্তর :- এই নাটকের রহস্য । এই নাটকে প্রতিটি অভিনেতাই অবিনাশী পার্ট পেয়েছে, যা তাদের অভিনয় করতে হবে । কারোর পার্টই কখনো পাল্টে যাবে না বা শেষ হয়ে যাবে না । এই নাটক সম্পূর্ণ বানানো এবং তা হয়ে চলেছে .....এর কোনো পরিবর্তন হবে না । কল্প সম্পূর্ণ হলেও আবার সেই পার্ট সেকেন্ডে সেকেন্ডে রিপিট হবে । এ অতি গোপন রহস্য যা যুক্তিযুক্ত ভাবে বুদ্ধিতে বসলে অপার খুশীর অনুভব হবে । না হলেই মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় । বাবা বলেন যে বাচ্চারা দ্বিধাগ্রস্ত হবে না কখনো । বাবার উপর নিশ্চয় রেখে সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়ার পুরুষার্থ করো ।

গীত :- তোমায় পেয়ে আমরা সারা জগত পেয়ে গেলাম, পৃথিবী তো পেলামই আকাশও পেয়ে গেলাম .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা এই গান শুনেছে । নাটকের নিয়ম অনুসারে এই সময় তোমরা বুঝতে পারো যে তোমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ । এই ঈশ্বরের কাছেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে এসেছ অথবা স্বরাজ্যের অধিকার নিতে এসেছ । নরকের মানুষমাত্রই তো এই কথা জানে না যে স্বর্গ কি ! তোমরাই জানো যে বাবা এই স্বর্গের স্থাপনা করেন । আবার রাবণ নরকের স্থাপন করে । এই কথাও কেউ জানে না । তোমরা জানো যে তোমরা বাবার থেকে স্বর্গের রাজত্ব নিচ্ছ । যখন কোনো মানুষ মারা যায় , লোকে বলে স্বর্গে গেছেন । তাহলে নিজেদেরই বলে আমরা সবাই এই নরকে আর সবাই এই নরকের মালিক । এ হল সম্পূর্ণ সহজ কথা এখানে দ্বিধার কোনো ব্যাপার নেই । তোমাদের সকলের ভাগ্য এখন হীরের মতো হচ্ছে । আর এই হীরের মতো ভাগ্য এক বাবা ছাড়া কেউই বানাতে পারে না । তোমরা জানো যে তোমরা বাবার থেকে এই স্বর্গের বর্সা নিচ্ছ । নরক কতো সময় ধরে চলে এই কথা কাউকে বোঝালে সে বলবে সত্যযুগ তো লাখ বছরের । তোমরা হলে গড ফাদারের ছাত্র । এই গড ফাদারের দ্বারাই তোমরা স্বর্গের বর্সা পাচ্ছো । এরপরও তোমরা বাবাকে ভুলে যাও কেন তা বাবা বুঝতেই পারে না । ঝড় তো জীবনে অনেক আসবে । তখন তোমরা কি বিনা পরিশ্রমেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । কেউ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে । তাহলে আবার কাঁদো কেন ? তোমাদের তো হাততালি দেওয়া উচিত । আনন্দ করা উচিত । যদি স্বর্গে যাওয়া এতটাই সহজ হত তাহলে সবাইকে গালি দিলেও স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া যেত । তাহলে এখানে এতো দুঃখে থাকার দরকারই বা কি । দুঃখে থাকলে মানুষ অনেক সময় বিষ খেয়েও মারা যায় । কতো সিপাই মারা যায় । একজন আবার অন্যজনকেও মেরে ফেলে । বাবা বলেন , সবাইকে বোঝাও যখন স্বর্গেই গেল তাহলে তোমরা কাঁদো কেন ? বাস্তবে কিন্তু কেউ স্বর্গেও যেতে পারে না আবার কেউ নির্বাণধামেও যেতে পারে না । এখন তোমাদের স্বর্গে যাবার উপায় বাবাই বলে দিচ্ছেন । স্বর্গের রচয়িতা যখন স্বর্গ রচনা করবেন তখনই তো কেউ স্বর্গে যেতে পারবে তাই না । এখন সেই স্বর্গের রচয়িতা শিববাবা এসেছেন । তোমরা বাচ্চারা এই কথাও জানো যে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন দেবী - দেবতারা বাম মার্গে চলে যায় । ওই সময় থেকেই পৃথিবীতে বিকার শুরু হয়ে

যায় । রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয় তার কোনো দিনক্ষণ নেই । তোমরা বাচ্চারা কি কখনো বলতে পারবে যে কবে শিববাবা এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন । যখন সাক্ষাত্কার হয়েছিল তখন এসেছিলেন নাকি কখন ? এই সাক্ষাত্কার তো ভক্তিমার্গেও এমনভাবেই হয়ে থাকে । জানাই যায় না যে বাবা কোন্ সময় এসেছিলেন । কৃষ্ণ আসার সময়ও দেখানো হয় । শিববাবার কোনো সময় দেখানো হয় না । শিববাবা হলেন মালিক । তিনি কখন আসেন সেই খবরই জানা যায় না । এই কথা মুরলীর মাধ্যমেই বোঝা যায় ।

বাবা বোঝান যে আমিই হলাম সেই কালেরও কাল ,আমিই সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম । সত্যযুগে তো কতো অল্প মানুষ ছিল আর এই কলিযুগে কতো মানুষ । সকল আত্মাকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অবশ্যই একজন পান্ডা চাই । বাবা বলেন আমি রুহানি পান্ডা হয়ে এসেছি, তোমাদের নিয়ে যাবো । নতুন দুনিয়ার জন্য আমিই তোমাদের পড়াচ্ছি । নরক বা স্বর্গ কি , কত সময় ধরে তা চলে, কবে তা শুরু হয়, এই কথা সন্ন্যাসীরাও জানে না । রচয়িতাও একজন আর এই সৃষ্টিও একটাই । শাস্ত্রে তো আতাল - পাতাল ইত্যাদি অনেক সৃষ্টি দেখানো হয়েছে যা মানুষ খুঁজতেই থাকে । মানুষ ভাবে এক একটি তারার মধ্যে নতুন দুনিয়া আছে । বাবা বলেন যে আমি আবার নতুন করে তোমাদের গীতার জ্ঞান শোনাই । ক্রাইস্টকে আবার তাঁর নিজের সময় মতো আসতে হবে । এই নাটক একটাই । সত্যযুগে দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না । এখন তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে বর্সা নিতে এসেছি । মানুষ স্মরণ করে - হে পতিত-পাবন এসো । তাহলে অবশ্যই তাঁকে কল্পের এই সঙ্গম যুগে আসতে হবে । এখন তোমরা জানো যে আমরা এখানে কেন এসেছি ? কি নিতে এসেছি ? তোমরা বলবে আমরা বাবার থেকে বর্সা নিতে এসেছি । আমরা এখন রাজযোগ শিখছি । কল্প কল্প আমরা বর্সা বা সম্পত্তি নিয়েছি আবার হারিয়েছি । এখন আবার এর জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে তা অন্যদের বিলিয়ে দিতে হবে । নাহলে এই জ্ঞানের বৃদ্ধি কি করে হবে । গান তো কতো সুন্দর । এই গানের অর্থ তোমরা বাচ্চারাই বোঝো । এই গান কতো মধুর যা তোমাদের মনকে স্পর্শ করে । বাবা তোমার থেকে আমরা এমন রাজ্য নিয়ে থাকি যা কেউই লুঠ করতে পারে না । এ হল এক অবিনাশী বর্সা বা সম্পত্তি যা একমাত্র অবিনাশী বাবার থেকেই মেলে । অনাদি বিশ্ব নাটক অনুসারে অথবা গীতার কথন অনুসারে আবার বাবা গীতা শোনাতে এসেছেন যেখানে রাজযোগ শেখানো হয়েছিল । শাস্ত্রে অনেক উল্টো পাল্টা কথা লিখে দিয়েছে । যুক্তি দিয়ে বোঝানোর মতো লোকও চাই । কেউ কেউ বলে জ্যোতি জ্যোতিতেই মিলিয়ে যাবে । কিন্তু আত্মা তো অবিনাশী । তার পার্টও অবিনাশী, আত্মার পার্ট কখনো নষ্ট হয় না । কখনোই তা শেষ হয় না । এই নাটক সম্পূর্ণ বানানো , আগামী দিনেও তা বানানোই আছে তাই এর কখনো বদল হয় না । এ কতো আশ্চর্যের । এতো ছোটো আত্মায় কতো অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । কল্প সম্পূর্ণ হলে আবার একই ভাবে এর রিপিট হবে । প্রতি সেকেন্ড এইভাবেই পার হবে । এই নাটককেও সম্পূর্ণ যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে । কেউ কেউ এই কথায় দ্বিধায় পড়ে যায় । প্রথমে তো বাবার প্রতি নিশ্চয়তা থাকা দরকার যে বাবার থেকে অবশ্যই এই বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । কল্পে কল্পে এই সম্পত্তি ভারতবাসীরাই পায় । ৮৪ জন্ম তো ভারতবাসীদেরই নিতে হবে । বর্ণও তোমাদের বোঝাতে হবে । একজন অন্যজনকে এই স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে হবে যে আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছি । কিন্তু সবাই তো এখানে এসে পড়বে না । তোমরা দেখো যে অনেক সেন্টার খোলা হয়, যেখানে নরকবাসী এসে স্বর্গবাসী হতে পারে । অনেকে বাবাকে লেখে যে আমরা এর ব্যবস্থা করতে পারি । আমাদের কোনো জিনিসের ওপর মমত্ব

নেই । এ সবকিছুই হল ঈশ্বরের অর্থ । এখন তুমি রায় দাও । আমিও লিখি , নিজেদের সকলের মত নাও , যেখানে ভালো এলাকা আছে সেখানে সেন্টার খোলো । তোমরা সাহস দেখালে বাবা সাহায্য করবেন । বাবা কতো খুশী হন । মনে এই কথা বোঝাতে হবে এই জ্ঞানের দান তো খুব ভালো এর ফলে অনেককে কড়ি থেকে হীরে বানানো যায় । এ হল অনেক বড় হাসপাতাল আবার কলেজও । কেবল তিন পা পৃথিবী (তিন বর্গফুট জমি) চাই । কতো সহজ রীতি যাতে বাবা কড়ি থেকে হীরের মতো বানান । এমন বাবা কতো সাধারণ তোমরা দেখো । তিনি কোথায় এসেছেন , কোনো রাজার কাছে কেন আসেন নি ! তিনি বলেন , আমি সাধারণ বুড়ো মানুষের শরীরে আসি , যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণভাবে পুরো করেছেন । ইনিই তো সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স । এঁনার নামই রাখা হয়েছে শ্যাম আর সুন্দর । তোমরা বাচ্চারা এর অর্থ বুঝতে পারো কিন্তু দুনিয়ার মানুষ অর্থ না বোঝার কারণে কালো বলে দিয়েছে । আমি শিববাবা , আমার লিঙ্গও কালো । কৃষ্ণ এবং রামকেও কালো করে দিয়েছে । একদিকে সুন্দর আর অন্যদিকে কালো কেন ? কোথাও কোথাও নারায়ণকেও কালো করে দিয়েছে । কোথাও লক্ষ্মীকেও এমন দেখানো হয় । এখন মানুষের বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য লাগে । বাবাই একমাত্র সত্য মত দিয়ে থাকেন তাঁর সাথে মিলনের জন্য । বাকি সবাই তো যজ্ঞ , তপ , দান , পুণ্য ইত্যাদি করে , অকারণে পয়সা নষ্ট করে । তাহলে তারা আবার কেন বলে -- হে পতিত - পাবন এসো । গঙ্গা , যমুনা , নালা , এ তো কতো আছে । এই ব্রহ্মাবাবাও অনেক তীর্থ করেছেন । এখন তোমরা বাবার অতি প্রিয় এই নরকের ভাগ্যবান তারারা স্বর্গকে জেনে গেছো । মানুষ যখন মারা যায় , লোকে বলে স্বর্গে গেছেন । তাদেরও বুঝিয়ে বলো , স্বর্গ কাকে বলা হয় । আমরা জানি তাই তো তোমাদের বুঝিয়ে বলছি । আমরাও স্বর্গস্থাপনকারী বাবাকে পেয়েছি , তিনিই আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করছেন। । আমাদের কোনো মানুষ গুরু নেই । সত্গুরু একমাত্র বাবা, তিনিই পতিত - পাবন, যাঁকে আমরা ডেকে থাকি । নিরাকারকেই তো তোমরা ডাকো যাঁকে তোমরা জ্ঞানের সাগর বলে থাকো । তিনিই হলেন সত্ - চিত্ -আনন্দ স্বরূপ , জ্ঞানের সাগর । আমাদের তো জ্ঞান নেই । শিববাবার কাছে যে জ্ঞান আছে তা আর কারোর কাছে নেই । তোমাদের খুশীতে কতো গদগদ থাকা উচিত । পতিত - পাবন গড ফাদার আমাদের পড়ান । তিনিই আমাদের একাধারে বাবা , শিক্ষক এবং সত্গুরু তাই এতে ধাক্কা খাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই । নিজের রচনাকে তো বাবাকেই সামলাতে হবে । যদি এখানে এসে শুধু শুধু বসে থাকো তাহলে সে তো সন্ন্যাসীদের জ্ঞান হয়ে গেল । গৃহস্থ জীবনে থাকলেও তোমরা তার মধ্যে থেকে এক, আধ ঘন্টা সময় তো বার করতেই পারো । প্রথমে ৭ দিন ভাট্টিতে তোমাদের পড়তে হবে । এই ৭দিন যেন কারো কথাই স্মরণে না আসে বা কাউকেই চিঠি লেখা চলবে না । সবাইকেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে । তোমরা অনেক বছর এই ভাট্টিতে ছিলে, তবুও তোমাদের ভাগ্য .....কাউকে কাউকে মায়া টেনে নেয় । মায়া এতই প্রবল ।

বাবা বলেন বাচ্চারা, ধীরে ধীরে তোমরা পরিপক্ক অবস্থায় আসতে থাকো । তোমরা জানো যে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ঝাড় এবং সব ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আছে । ওখানেও আলাদা আলাদা ভাগ আছে । এখানেও এমন, ওখানেও এমন । বাকি মোক্ষ তো কেউই পায় না । এমনও নয় যে বুঁদবুঁদের মতো আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যাবে । তাহলে তো সব পার্টই শেষ হয়ে যাবে । সব জ্যোতি জ্যোতিতেই যদি মিলিয়ে যায় তাহলে তো এই খেলাই শেষ হয়ে যাবে । এ সমস্তই মিথ্যা । মিথ্যা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা, সত্যির একটা সুতোও নেই । ভক্তিতে কোনো মুখ মিষ্টি হয় না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে -- মুখ মিষ্টি কে করায় । তাই বাবার এই পড়ানোতে সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে । পুরানো দুনিয়া দেখে লাট্টুর মতো হয়ে যেও না । তোমরা দেহ - অভিমানে এসো

না । এখন নিজেদেরই ব্যাগ তৈরী করো পরিবর্তনের জন্য । এখন এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । বাবা বলেন তোমাদের সবকিছুই বাবার কাছে বীমা করে দাও । ভক্তিমার্গে যদি বলো তাহলে অল্পকালের জন্য ফল পাওয়া যায় । মানুষ ভাবে যে ঈশ্বর দিয়েছে । এখন তোমরা যদি বাবাকে দাও তাহলে বাবাও তোমাদের তার বদলে দেবে । সরাসরি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বীমা মিলে যাবে । বাবা বলেন তোমরা যদি সম্পূর্ণ বীমা করো তাহলে সম্পূর্ণ রাজত্ব পাবে । দুনিয়ায় হল শরীরের বীমা আর এ হল বাবার সাথে বীমা । ঈশ্বরকে তোমরা অর্থ দান করো । ঈশ্বরও তার বদলে কিছু দেন । তিনি তো ভক্তি মার্গেরও দাতা আবার জ্ঞান মার্গেরও দাতা । এ হল বেহদের বাদশাহীর জন্য বেহদের পড়া । এখন তোমরা যত চাও তত নিতে পারো । এই বিশ্বের রাজত্বও তোমরা নিতে পারো । এ হল পুরুষার্থের জয় । তোমরা চেষ্টা করো -- বিজয় মালায় আসতে । যদি দ্বিধায় পড় তাহলে সার্জন রায় দেবার জন্য তো আছেনই । তোমরা জানো যে আমরা অনেকবার এই বাদশাহী নিয়েছি আবার হারিয়েছি । এই জ্ঞান তোমাদের এখনই হয়েছে আবার সত্যযুগে তোমরা ভুলে যাবে । আচ্ছা --

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পুরানো দুনিয়া দেখে লাট্টুর মতো হওয়া যাবে না । নিজের ব্যাগ ব্যাগেজ গুছিয়ে ফেলতে হবে পরিবর্তনের জন্য । অথবা সবকিছু বাবার কাছে বীমা করে দিতে হবে ।

২) কোনো বস্তুতে যদি মমত্ব না থাকে তাহলে কড়ি থেকে হীরের মতো হওয়ার সেবা করতে হবো দান করলেই এই জ্ঞান ধন বাড়তে থাকবে ।

বরদান :- বাবাকে অনুসরণ করে সুপুত্র হয়ে সমস্ত কর্মে প্রমাণ দিয়ে সফলতা স্বরূপ হও ।

যারা বাবার অনুসরণকারী সন্তান, তারাই বাবার সমান। কারণ তারা বাবার সঙ্গেই কদমে কদম মিলিয়ে এগিয়ে যায় । বাপদাদা তাদেরই সুপুত্র বলে -- যারা প্রতি কর্মে প্রমাণ দেয় । সুপুত্রের অর্থ হল সর্বদা বাবার শ্রীমতের হাত এবং সাথ অনুভব করা । যেখানে বাবার শ্রীমত এবং বরদানের হাত আছে সেখানে সফলতাও আছে, তাই যে কোনো কাজ করতে এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে বাবার বরদানের হাত আমাদের মাথার ওপরে আছে ।

স্লোগান :- হীরের তুল্য উচ্চ স্থিতিতে স্থির হয়ে কৃত - কর্মই হল মূল্যবান কর্ম ।